লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালা

নারীপক্ষ

র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা) সড়ক - ৫/এ, বাড়ী-৭৫
সাতমসজিদরোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নভেম্বর ২০১৬

১. ভূমিকা:

সংগঠনের পরিচিতি: নারীর প্রতি বৈষম্য, অবিচার ও সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে নারীপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতি মঙ্গলবার সদস্যদের সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন নারী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং এই আলোচনা প্রক্রিয়াই নারীপক্ষ'র সকল তৎপরতা, কর্মসূচি ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।

নারীপক্ষ'র স্বপ্ন: বাংলাদেশের নারীরা পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকার সম্পন্ন নাগরিক এবং মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য হবে।

নারীপক্ষ'র আকাঙ্ক্ষা: সুনির্দিষ্ট ও ভিন্নধর্মী কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করবে।

কর্মক্ষেত্র: নারীপক্ষ বর্তমানে নিম্নোক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে কাজ করছে:

১. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
২. নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার
৩. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার।

সংগঠনের মূলনীতি:

- শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী, পেশা, ভাষা, সম্প্রদায়, যৌন পরিচিতি প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি সমান অবস্থান
- সংগঠনের কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চা নিশ্চিত করা
- বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার নারীকে তার ভুক্তভোগী অবস্থা অতিক্রম করে সংগ্রামী মানুষে পরিণত হতে সহযোগিতা করা
- নিজের কথা নিজের মতো করে বলার সুযোগ তৈরি করা।

সংগঠনের প্রধান কর্মকৌশলসমূহ:

- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা ও চর্চায় পরিবর্তন আনা
- নারী সংক্রান্ত আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কাজ করা
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও নীতির বিলোপ ও সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ নেয়া
- সহিংসতার শিকার নারীকে সংগ্রামী নারী হিসেবে তৈরি হতে সহায়তা করা
- নারীর আত্মবিশ্বাস গঠন ও নেতৃত্ব বিকাশে সহযোগিতা করা
- যেসকল সংগঠন নারী উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনমূলক কাজে যুক্ত তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক ও ফোরাম গড়ে তোলা
- সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে চেতনাবোধ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া
- প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নারীপক্ষ'র বক্তব্য তুলে ধরা

- তথ্য ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী করা
- ব্যক্তি নারী ও নারী সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- নারী আন্দোলনের আলোচনা ও কর্মসূচিতে বিভিন্ন নারীর জীবন এবং অভিজ্ঞতার প্রকাশ, স্বীকৃতি ও প্রতিফলন নিশ্চিত করা।

২. লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ বলতে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী, পেশা, ভাষা, সম্প্রদায়, যৌন পরিচিতি, প্রতিবন্ধী, প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি সমান অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। নারীপক্ষ'র নীতি অনুযায়ী তৃতীয় লিঙ্গ বলতে যৌনতার ক্ষেত্রে ভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিচিতির ব্যক্তি- যেমন: হিজরা, ইত্যাদি; তথাপি আমাদের সকল ধরনের কাজে-কর্মে ও বিশ্বাসে সব রকমের নারীর প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

লক্ষ্য: নারীপক্ষ নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনা করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সমতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে অবদান রাখবে।

উদ্দেশ্য: সাংগঠনিক ও কর্মসূচি (গবেষণা, এডভোকেসি, আন্দোলনমুখী কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প) উভয় ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি সমতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নিবে।

৩.১. সাংগঠনিক পদক্ষেপসমূহ:

১. **সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি:**
   - লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালাকে সংগঠনের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা
   - মানবসম্পদ ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা
   - কর্মরত সকল কর্মী ও সদস্যের জন্য নিরাপদ ও অনুকুল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

২. **সচেতনতা সৃষ্টি:** নারী-পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠনের সকল স্তরে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়ে ধারণা সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা

৩. **সহায়ক পরিবেশ:** নারীর চাহিদাগুলো খোলামেলাভাবে আলোচনা এবং তা বিবেচনায় আনার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও সেই পরিবেশ বজায় রাখা

৪. নারীপক্ষ'র সকল সহযোগী সংগঠনের যাতে লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালা থাকে এবং তার যথাযথ প্রয়োগে উৎসাহিত করা।

৩.২. পরিমাপযোগ্য সাংগঠনিক ফলাফল:

- সংগঠনের কর্মী ও সদস্যগণের নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে
- উক্ত বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসার ব্যাপারে নারীপক্ষ'র সকল সাংগঠনিক পরিষদ, কমিটি ও কর্মদলের জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব সুস্পষ্ট করা হয়েছে
- নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ের পদগুলোতে শতভাগ নারী নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে
- নারীপক্ষ'র সকল নীতিমালা এবং কর্মপদ্ধতিসমূহ এই নীতিমালার আলোকে সংশোধন করা হয়েছে
- নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গসহ সকলের জন্য কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১. কর্মসূচি সম্পর্কিত পদক্ষেপসমূহ:

১. নারীর অধিকার রক্ষার্থে নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ
২. নারীপক্ষ'র মূল কর্মক্ষেত্রসমূহে তাত্ত্বিক ধারণা তৈরি, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা দান
৩. নারীসংগঠন হিসেবে সকল কর্মসূচিতে নারীকে প্রাধান্য দেওয়া
৪. সকল কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর নেতৃত্ব তৈরি, বিকাশ, বিস্তার ও টেকসই করা।

৪.২. কর্মসূচীর পরিমাপযোগ্য ফলাফল:

- প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে
- প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বস্তরে নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে
- প্রকল্প পরিবীক্ষণে নারী-পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের তথ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে
- বিকল্প নারীনেতৃত্ব তৈরি, বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে।

৫. লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালার বাস্তবায়ন কৌশল:

- নারীপক্ষ'র 'নির্বাহী পরিষদ' লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ নীতিমালা অনুমোদন করছে এবং এই নীতিমালার প্রতি সংগঠনকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেবে
- সংগঠনের সকল নীতিমালা, কর্মপ্রক্রিয়া ও নিয়ম-নীতি, চাকুরি বিধিমালা এই নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা
- এই নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির
- এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি ও অর্থসম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- সাংগঠনিক ও কর্মসূচি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদসহ সকল প্রকল্প/কর্মসূচি সমন্বয়কারী, পরিচালক, ব্যবস্থাপক পদে অবশ্যই নারীকে নিয়োগ দেওয়া
- লিঙ্গীয় বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত বিষয়াদি ও নীতিমালা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া
- প্রকল্প, এডভোকেসি, গবেষণা, আন্দোলনমুখী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যেখানে প্রযোজ্য সেখানে নারী-পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সমতা/বৈষম্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া।